আন্তর্জাতিক সিরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

জগদ্বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ নবিজীবনী

আর
রাহিকুল
মাখতুম

শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি

সমকালীন প্রকাশন
শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ জ্ঞান

আর রাহিকুল মাখতুম

সমকালীন প্রকাশন

প্রকাশকের কথামালা

সকল প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহর জন্য। তিনিই আমাদের একমাত্র মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাঁর সীমাহীন নিয়ামতের সাগরে আমরা ডুবে থাকি সর্বদা। মানবজাতির কল্যাণে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশাল পৃথিবী, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, গগণচুম্বী পর্বতমালা, রং-বেরঙের ফুলফল, গাছপালা-সহ অসংখ্য মাখলুক। আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও করুণা কখনো পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন রহমত হিসেবে। তার অনন্য গুণাবলি ও চারিত্রিক মাধুর্য সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি মহান রবের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

আর-রাহিকুল মাখতুম—শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ রচিত এক কালজয়ী গ্রন্থ। বহু ভাষায় অগণিত বার অনূদিত হওয়া সত্ত্বেও আজ অবধি এ গ্রন্থটির আবেদন এতটুকু কমে যায়নি বরং পাঠকদের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আল্লাহ তাআলার দরবারে জানাই লাখো-কোটি শুকরিয়া। তিনি আমাদের তৌফিক দিয়েছেন বলেই বাংলা ভাষায় আমরা এ বইটি অনুবাদ করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জানাই সমকালীন টিমের সম্মানিত সদস্যদের প্রতি। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অতুলনীয় মেধা ও জ্ঞানের সংস্পর্শ না পেলে কখনোই এটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে সীমাহীন কল্যাণ দান করুন। আমিন।

এবার আসি গ্রন্থটির অনুবাদ প্রসঙ্গে। শুরুতেই বলে রাখা ভালো, আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি, মূল আরবির মতো অনুবাদের ভাষাটাও যেন সহজ-সাবলীল,

ঝরঝরে ও প্রাণবন্ত থাকে। সকল শ্রেণির পাঠক যেন এই গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হতে পারেন। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি মুসলিম-হৃদয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠুক। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কত কষ্ট তিনি করেছেন! দ্বীনপ্রচারের জন্য কত নির্যাতন-নিপীড়ন ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি তিনি হয়েছেন! *আর-রাহিকুল মাখতুম* পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠকরা যেন নবিজির এই কষ্টটুকু অনুভব করতে পারেন, দিলের ভেতর আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারেন—এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিকে সার্বিকভাবে সুন্দর ও প্রাঞ্জল করে তুলতে আমাদের চেষ্টার কোনো খামতি ছিল না। লেখার মান ও উৎকর্ষের ব্যাপারে আমরা সবসময় সতর্ক ছিলাম। প্রতিটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম থেকে শুরু কবিতার পেছনেও আমরা দিনের পর দিন শ্রম দিয়েছি। যুক্ত করেছি প্রয়োজনীয় টীকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং তথ্যসূত্র। ব্যক্তি, স্থান ও স্থাপনার বিশুদ্ধ নাম তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আকরগ্রন্থগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ ঝরঝরে ও মেদহীন করতে গিয়ে মূল আরবি থেকে সরে যাইনি আমরা। বরং লেখকের ভাব ও ভাষার পুরোটা তুলে আনার চেষ্টা করে গিয়েছি। প্রতিটি ঘটনার বিবরণ ও বিস্তারণে লেখক তার জাদুময় ভাষায় সময় ও কাহিনির যে ঘোরলাগা পরম্পরা দেখিয়েছেন, তার সবটাই বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেছি অত্যন্ত সচেতনভাবে। তবু দিন শেষে আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ। তাই লেখার ভেতর ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে, এই বইটি পড়তে গিয়ে যদি কোনো ভুল কিংবা অসংগতি চোখে পড়ে, তবে মেহেরবানি করে সমকালীন প্রকাশন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। নিশ্চয়ই ভুলত্রুটি মানুষের পক্ষ থেকে এবং কল্যাণকর সবকিছুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নিন। কাল হাশরের ময়দানে এ কাজের উসিলায় আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দিন। আমিন।

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন গোত্র

আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই সর্বশেষ নবি ও রাসুল। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য এই দুনিয়ার বুকে তার আগমন ঘটেছে। নিকষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে তিনি পবিত্র কুরআনের আলোয় আলোকিত করেছেন। মূর্তিপূজায় লিপ্ত এক মূর্খ জাতিকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসারে তিনি সাজিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি সাহাবির জীবন। রিসালাতের যে সুমহান বাণী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চারপাশের মানুষদের কাছে প্রচার করেছিলেন, তা আমাদের সামনে হাজির হয়েছে সিরাতুন-নবি (নবিজির জীবনী) আকারে।

সিরাতুন-নবির পূর্ণাঙ্গ চিত্র কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে হলে তৎকালীন আরবের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সেসবের পরিবর্তনে নবিজির অপরিসীম ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরি। এ কারণে আমরা শুরুতেই ইসলামপূর্ব আরবের ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও তাদের জীবনযাপনের নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তুলে ধরব নবিজির আগমনকালে আরবের সার্বিক পরিস্থিতি।

আরব ভূখণ্ডের আয়তন ও অবস্থান

আরব—সে তো এক বিশাল মরুভূমি! যত দূর চোখ যায় কেবল বালু আর বালু! দিগন্তবিস্তৃত সেই মরুর বুকে শত শত মাইল বিচরণ করেও দেখা মেলে না এক ফোঁটা সুমিষ্ট জল। নেই কোনো গাছপালা, আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, সবুজ অরণ্য কিংবা ছায়া সুনিবিড় গ্রাম। আরব মানেই যেন ভিন্ন এক দৃশ্যপট। তবে প্রাচীনকাল থেকেই 'আরব' বলতে আরব উপদ্বীপ এবং সেখানকার স্থানীয়দের বোঝানো হয়।

আরব দেশের পশ্চিমে রয়েছে লোহিত সাগর আর সিনাই উপদ্বীপ। পূর্ব দিকে দেখা মেলে আরব উপসাগর এবং দক্ষিণ ইরাকের কিছু অংশ। ওদিকে আরবের দক্ষিণ দিকটা পরম মমতায় আগলে রেখেছে আরব সাগর—যার বিস্তৃতি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত। বাকি রইল উত্তর দিক। এখানে রয়েছে বৃহত্তর সিরিয়া এবং ইরাকের সামান্য অংশ। কিছু অমীমাংসিত সীমানাও দেখা যায় এখানে-ওখানে। এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে আরবের মূল ভূখণ্ড। এর আয়তন প্রায় ১০ থেকে ১৩ লাখ বর্গমাইল।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরব অঞ্চল বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরীণ কাঠামো বিবেচনা করলে, পুরো এলাকাটি চারদিক থেকে নির্জন মরুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফলে তৎকালীন আরব ছিল প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত একটি অঞ্চল। বহিরাগত সব ধরনের আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ কারণে প্রাচীনকাল থেকেই আরবজাতিকে সব রকম স্বাধীনতা ভোগ করতে দেখা যায়। অথচ তাদের প্রতিবেশী তখন মহাক্ষমতাশালী দুই বিশাল সাম্রাজ্য! প্রাকৃতিক এই সুরক্ষাবলয় না থাকলে বহু আগেই শত্রুদের আক্রমণে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত আরবজাতির নাম।

বহির্বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকে প্রসিদ্ধ মহাদেশগুলোর ঠিক মধ্যভাগে আরবের অবস্থান। কী জল, কী স্থল—উভয় পথে যোগাযোগব্যবস্থার এক চমৎকার মোহনা এই আরব ভূমি! আর এটা কেনই বা হবে না? আরবের উত্তর-পশ্চিম ভাগ আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশদ্বার। ওদিকে আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ইউরোপে যাওয়ার এক সহজ সমাধান। আর পূর্ব দিকটা ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও নিকটপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এ কারণে সুদূর হিন্দুস্তান ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করাটাও তুলনামূলক সহজ। তাছাড়া জলপথে আরবের সাথে সকল মহাদেশের রয়েছে দারুণ এক যোগাযোগব্যবস্থা। তাই সেসব অঞ্চলের জাহাজ অনায়াসে আরব সমুদ্রবন্দরে নোঙর করতে পারে! এমন অফুরন্ত ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধার ফলেই আরবের উত্তর ও দক্ষিণ দিকটা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিলনমেলায় পরিণত হয়। আর তাই বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিল্পশাস্ত্রীয় সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এই আরব ভূখণ্ড।

আরবের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

ঐতিহাসিকদের মতে, বংশপরিক্রমা অনুসারে সমগ্র আরবজাতি প্রধানত ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. আল-আরাবুল বাইদা, প্রাচীন আরবজাতি। ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে তাদের ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। যেমন : আদ, সামুদ, তাসাম, জাদিস, ইমলাক ইত্যাদি।

২. আল-আরাবুল আরিবা, ইয়ারাব ইবনু ইয়াশজাব ইবনি কাহতানের উত্তরসূরি। এদের

কাহতানি আরব নামেও ডাকা হয়।

৩. আল-আরাবুল মুস্তারিবা, ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর। এদের বলা হয় আদনানি আরব।

আল-আরাবুল আরিবা বা কাহতানের উত্তরসূরিরা প্রথমে ইয়েমেনে আবাস গড়ে তোলে। এরপর কালের পরিক্রমায় তারা বিভক্ত হয়ে যায় বিভিন্ন গোত্রে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে ২টি গোত্র—

১. হিমিয়ার, হিমিয়ারিরাও একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—যাইদুল জামহুর, কুজাআ ও সাকাসিক।

২. কাহলান, কাহলানিদের প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীগুলো হলো—হামদান, আনমার, তাঈ, মাজহিজ, কিনদা, লাখম, জুজাম, আযদ, আউস, খাযরাজ এবং জাফনার উত্তরসূরি বা শামের রাজন্যবর্গ। পরে এরা গাসসানি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

কাহলান গোষ্ঠীর লোকেরা ইয়েমেন থেকে হিজরত করে জাযিরাতুল আরবে আসে। ক্রমশ তারা ছড়িয়ে পড়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে। কুরআনে উল্লেখিত[১] 'সাইলুল আরিম' অর্থাৎ প্রবল বন্যা সংগঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ইয়েমেনের ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক ধস নামে। কাহলানিদের অধিকাংশ হিজরতের ঘটনা ঠিক তখনই ঘটে। উল্লেখ্য, সে সময় রোমকরা প্রথমে মিশর ও সিরিয়ায় আগ্রাসন চালায় এবং পরবর্তীকালে কুনজর দেয় ইয়েমেনের দিকে। এরপর তাদের জল-স্থলের সকল বাণিজ্যিক রুট দখল করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

এমনও হতে পারে, কাহলান ও হিমিয়ার গোত্রদ্বয়ের বিরোধের কারণে কাহলানিরা দেশ ছেড়েছিল। কেননা কাহলানিরা ইয়েমেন ত্যাগের পরও হিমিয়ার গোত্রের লোকেরা সেখানে ছিল। হিমিয়ারিদের সেখানে টিকে থাকা এমন ইঙ্গিতই বহন করে।

কাহলান গোত্রের মুহাজিরদের আবার ৪টি দলে ভাগ করা যায়—

১. আযদ, আযদিরা তাদের গোত্রপতি ও গুরুজন ইমরান ইবনু আমর মুযাইকিয়ার সিদ্ধান্তে হিজরত করে। প্রথমে তারা ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং বসবাসের উপযোগী ভূমির সন্ধানে দিগ্‌বিদিক দূত পাঠায়। এরপর দূত মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হয় উত্তর দিকে। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেফিরে অবশেষে যে-সকল এলাকায় তারা বসতি স্থাপন করে, তার বর্ণনা নিম্নরূপ—

আযদ গোত্রের সালাবা ইবনু আমর প্রথমে হিজায সফর করেন। সেখানে তিনি অবস্থান

---

[১] সুরা সাবা, আয়াত : ১৫-১৯

নেন সালাবিয়া ও জি-কারের মাঝামাঝি স্থানে। পরবর্তী সময়ে তার বংশ বৃদ্ধি পেলে তিনি মদিনায় চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সালাবার উল্লেখযোগ্য উত্তরসূরি হারিসা ইবনু সালাবার দুই সন্তান—আউস ও খাযরাজ।

তাদের আরেক দল হারিসা ইবনু আমর বা খুযাআ সদলবলে হিজাযের বিভিন্ন প্রান্তে দৌড়ঝাঁপ শেষে মাররুজ জাহরান[১] নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এরপর তার লোকেরা হারাম এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং মক্কার আদিবাসী জুরহুম সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করে সেখানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে।

ইমরান ইবনু আমর চলে যায় ওমানে। সে তার সন্তানসন্ততি নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকে। তাদেরকে বলা হয় আযদু ওমান। নাসর ইবনু আযদের অনুসারী গোষ্ঠীগুলো তিহামায় অবস্থান নেয়। তাদেরকে বলা হয় আযদু শানুয়া।

জাফনা ইবনু আমর গমন করে সিরিয়ায়। সেও তার পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করে। সে গাসসানি রাজবংশের প্রথম পুরুষ। সিরিয়া গমনের প্রাক্কালে হিজাযে তারা গাসসান নামক একটি জলাশয়ের পাশে অবস্থান করে। এরপর তাদের নাম হয়ে যায় গাসসানি।

২. লাখম ও জুযাম, লাখমিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নাসর ইবনু রবিআ। সে ছিল হিরায় রাজত্বকারী মুনজির রাজবংশের প্রথম পুরুষ।

৩. বনু তাঈ, আযদ গোত্র চলে যাওয়ায় তাঈবাসী উত্তরাঞ্চলে সফর শুরু করে। সেখানে তারা অবতরণ করে আজা ও সালমা নামক দুটি পাহাড়ে। তাদের অবস্থানের কারণে পাহাড়দুটি একপর্যায়ে তাঈ পাহাড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

৪. কিনদা, কিনদাবাসী বাহরাইনে অবতরণ করে। সেখানকার পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাদেরকে যেতে হয় হাজারামাউতে। কিন্তু সেখানেও তারা একই বিপদের সম্মুখীন হয়। তারপর তারা চলে যায় নাজদে। সেখানে গড়ে তোলে প্রভাবশালী এক সাম্রাজ্য। কিন্তু কিছুদিন যেতে না-যেতেই পতন ঘটে সেই সাম্রাজ্যের। বিলীন হয়ে যায় কালের গহ্বরে।

কুজাআ নামে হিমিয়ার গোত্রের একটি শাখা ছিল, এমন শোনা যায়। তথ্যটি একেবারে নিরেট নয়। এই কুজাআবাসী ইয়েমেন থেকে হিজরত করে ইরাকের উচ্চভূমি বাদিয়াতু সামাওয়াতে বসতি স্থাপন করে। এছাড়াও হিমিয়ারের আরও কিছু শাখা চলে যায় সিরিয়া ও হিজায থেকে উত্তর-দক্ষিণ দিকে।[২]

---

[১] বর্তমান নাম ওয়াদিয়ে ফাতিমা। মক্কার উত্তরে অবস্থিত একটি উপত্যকা। ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গ্রাম।

[২] এ সকল গোত্র ও তাদের হিজরত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন—*মুহাজারাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১-১৩; *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩০-২৩৫। ঐতিহাসিক

আল-আরাবুল মুস্তারিবা

আল-আরাবুল মুস্তারিবা সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইরাকি। কুফার অদূরে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত 'উর' নামক এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরিবার, শহর এবং সেখানকার ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে।[১]

আমরা জানি, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রথমে হাররানে হিজরত করেন। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে চলে যান ফিলিস্তিনে। ফিলিস্তিন ছিল তার দাওয়াতি কার্যক্রমের মূলকেন্দ্র। এরপর সফর করেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।[২] সফরের ধারাবাহিকতায় একবার পৌঁছেন মিশরে। মিশরের শাসক ফিরাউন[৩] ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারাকে বন্দি করে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের হাত অকেজো করে সারাকে রক্ষা করেন। এতে ফিরাউন তার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে এবং এও বুঝতে পারে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার খুবই কাছের একজন বান্দা। শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনস্বরূপ ফিরাউন তাই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হাতে উপহার হিসেবে হাজেরাকে তুলে দেয়।[৪] সারা নিজ

উৎসগ্রন্থগুলোতে এ সকল হিজরতের সময় ও কারণ নিয়ে বেশ মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণের পর আমাদের কাছে যেটি অগ্রগণ্য মনে হয়েছে, সেটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

[১] *তাফহিমুল কুরআন,* সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫৩-৫৫৬

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৮

[৩]প্রাচীন মিশরীয় শাসককে 'ফিরাউন' বলা হতো। এটি ছিল একটি উপাধি। যেমন পারস্যসম্রাটকে কিসরা এবং রোমসম্রাটকে কাইসার বলা হতো। তাই ফিরাউন নির্দিষ্ট কারও নাম নয়। ঠিক কবে থেকে মিশরের শাসকগণ এ উপাধি গ্রহণ করেছে, এর সঠিক কোনো তথ্য নেই। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার সময়ে ব্যাপ্তি ৪ হাজার ৮০০ বছর। আর ঐতিহাসিকদের মতে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউনের নাম 'তুতিস'। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউনের নাম 'নাহরাউয়িশ'। 'দ্বিতীয় রামাসিস' হলো মুসা আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউন। তাই এ কথা বলা যায়, আজ থেকে থেকে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার বছর পূর্বেও মিশরের বাদশাহকে ফিরাউন বলা হতো। আল্লাহই ভালো জানেন। [*কানযুদ্দুরার ওয়া জামিউল গুরার,* আবু বকর দাওয়ারদি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৬, ১৯৭; ইসাল বাবি আল-হালবি]

[৪] কথিত আছে, হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন দাসী। কাজি সুলাইমান মানসুরপুরি দাবি করেছেন, 'হাজেরা ছিলেন স্বাধীন নারী এবং ফিরাউনের কন্যা।' বদরুদ্দিন আইনি বলেন, মুকাতিল বলেছেন, 'হাজেরা হুদ আলাইহিস সালামের বংশধর।' আর যাহহাক বলেছেন, 'হাজেরা ফিরাউনের কন্যা।' তবে সারা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যে ফিরাউন আটক করেছিল, হাজেরা তার মেয়ে নয়। এই ফিরাউন হাজেরার বাবাকে হত্যা করে তার সিংহাসন দখল করে এবং হাজেরাকে দাসী বানায়। আল্লাহ তাআলা সারার মতো তাকেও হিফাজত করেন। মূলত হাজেরার বেলায়ও সারার মতো ঘটনা ঘটেছিল। কোনো এক অদৃশ্য

CS CamScanner

উদ্যোগে ইবরাহিমের সঙ্গে হাজেরার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।[১]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনে ফিরে এলে হাজেরার গর্ভে ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। এতে সারা খানিকটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে হাজেরাকে শিশুপুত্র ইসমাইল-সহ দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেন তিনি।[২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদের নিয়ে হিজাযে চলে যান। সেখানে (বর্তমান বাইতুল্লাহর পাশে) এক বিরান উপত্যকায় তারা অবস্থান করেন। বাইতুল্লাহ তখন ছিল ছোট্ট একটি বালুর টিলা! পাহাড়ি ঢল এই টিলার পাশ ঘেঁষে চারদিকে প্রবাহিত হতো। বর্তমান মাসজিদুল হারামের পাশে, উঁচু স্থানে—যেখানে যমযম কূপ, সেখানেই তাদের জিনিসপত্র রাখা হয়।

মক্কা তখনো বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। চারদিকে কেবল ধু-ধু মরুভূমি। এমন জনমানবশূন্য ও শুষ্ক বালিয়াড়িতে মা-ছেলের খোরাক হিসেবে দেওয়া হয় কেবল এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি! জীবন ধারণের এই সামান্য সম্বলটুকু হাজেরার হাতে দিয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফের ফিলিস্তিনের পথ ধরেন। এদিকে কয়েকদিন যেতে না-যেতেই ফুরিয়ে যায় খাদ্যপানীয়! কিন্তু সবই তো ঘটছিল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়! তাঁর অনুগ্রহে মরুভূমির বুকে উৎসারিত হয় রহমতের জলধারা—যমযম কূপ! এই কূপ দীর্ঘ সময় ধরে তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন এবং জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তারিত ঘটনা তো আমাদের সকলেরই জানা![৩]

মা-ছেলের জীবন কেটে যাচ্ছিল বেশ। এরই মধ্যে একদিন তাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়

শক্তি তাকে সবসময় হিফাজত করত। তাদের দুজনার মাঝে এমন মিল দেখে ফিরাউন উপঢৌকন হিসেবে হাজেরাকে সারার হাতে তুলে দেয়। [*উমদাতুল কারি শারহু সহিহিল বুখারি*, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৬৯]

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪; আরও বিস্তারিত দেখুন, *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৫৮, ৩৩৬৪

[২] শিশুপুত্র ইসমাইল ও হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন কেবল সারার বাধ্যবাধকতার জন্যই হয়েছিল, বিষয়টা এমন নয়; বরং আল্লাহর হুকুমে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদের মক্কায় রেখে আসেন। এ বিষয়টি ইমাম বুখারির বর্ণনায় স্পষ্ট বোঝা যায়—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, 'যখন কিছু খেজুর ও পানি দিয়ে ইবরাহিম ফিরে যাচ্ছিলেন, ইসমাইলের মা হাজেরা তার পিছু অনুসরণ করেন। জিজ্ঞাসা করেন 'আমাদের নির্জন প্রান্তরে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' বারবার জিজ্ঞাসা করার পরেও কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে রেখে যাওয়ার হুকুম কি আল্লাহ দিয়েছেন?' ইবরাহিম বলেন, 'হ্যাঁ।' তখন হাজেরা ফিরে আসেন এবং বলেন, 'তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না।' [*সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪]

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪

CS CamScanner

ইয়েমেনের দ্বিতীয় জুরহুম[১] গোত্রের কিছু ব্যক্তি। হাজেরার অনুমতি নিয়ে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে। বলা হয়, এর আগে তারা মক্কার আশেপাশে বিভিন্ন উপত্যকায় অবস্থান করছিল। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম এবং তার যৌবনে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী কোনো একসময়ে মক্কায় আসেন; যদিও এর আগে এই উপত্যকা দিয়ে তাদের যাওয়া-আসা ছিল।[২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মাঝে মাঝে তাদের দেখতে আসতেন। কিন্তু তার এই সাক্ষাৎ-সফরের পরিমাণ নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ থেকে কমপক্ষে ৪ বারের কথা জানা যায়।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে স্বপ্নযোগে ইসমাইলকে জবাই করার আদেশ দেন। আর আদেশ পাওয়ামাত্রই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তা পালনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ঘটনাটি কুরআনুল কারিমে এসেছে এভাবে—

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا
كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

……

তারা উভয়ে যখন (স্বপ্নাদেশের প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তার পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, ‘হে ইবরাহিম, তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ। এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মশীলদের। নিঃসন্দেহে এটা ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।’ পরে আমি তাকে মুক্ত করি এক মহান পশুর (কুরবানির) বিনিময়ে।[৩]

……

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর প্রথম পুস্তক *The book of Genesis*-এ বলা হয়েছে, ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইসহাক আলাইহিস সালামের

---

[১] বদরুদ্দিন আইনি বলেন, ‘জুরহুম নামে দুটি গোত্র ছিল। প্রথম জুরহুম ছিল আদ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারাই মূলত আরবের প্রাচীন অধিবাসী। দ্বিতীয় জুরহুম গোত্র শুরু হয়েছে জুরহুম ইবনু কাহতান থেকে। ইয়ারাব ইবনু কাহতান তার ভাই। জুরহুম ইবনু কাহতান হিজাযে এসে মক্কায় বসতি স্থাপন করে এবং এখানেই তার বংশবিস্তার হয়; আর ইয়ারাব থেকে যায় ইয়েমেনে।’ ইসমাইল আলাইহিস সালাম এই দ্বিতীয় জুরহুম গোত্রে বিবাহ করেন এবং তাদের থেকে আরবি ভাষা শেখেন। [*উমদাতুল কারি শারহু সহিহিল বুখারি*, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২১১]

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪

[৩] সুরা সাফফাত, আয়াত : ১০৩-১০৭

CS CamScanner